‘গণতান্ত্রিক’ ভারতে নিখোঁজ ছাত্র

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি

উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখা

‘গণতান্ত্রিক’ ভারতে নিখোঁজ ছাত্র

প্রকাশক : রাংতা মুন্সী।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখা।
১, ডাঃ. অমৃতলাল মুন্সী লেন, পোস্ট অফিস ও থানা : উত্তরপাড়া। জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২৫৮।

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১৮।

প্রচ্ছদ বিন্যাস ও রূপায়ণে : অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী।

দাম : ৫ টাকা

মুদ্রক : জ্যোতি এন্টারপ্রাইস।
১৬/১/এইচ, হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা - ৬৯।

প্রাক্‌কথন

১৯৯৪ সালে কাশ্মীরে সন্তানহারা মা-বাবা'রা একটি সংগঠন তৈরী করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। Association for Parents of Disappeared Persons (APDP)। কাশ্মীরে সেনা ঘনত্ব বিশ্বসেরা। সতেরো জন নাগরিক পিছু একজন সৈন্য। আর নিখোঁজ নাগরিকের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। কিন্তু রাজধানী দিল্লীর বুকে বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে ছাত্র নিখোঁজের ঘটনা ঐ তালিকায় আরও সংযোজন করেছে। আরও বিস্ময়ের, দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই হাত গুটিয়ে ফেলতে চেয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থা তাতে সম্মতি জানিয়েছে। এমন নৈরাজ্য নীরবে মেনে নেওয়ার অর্থ এই অন্যায়ের অংশীদার হওয়া। ১৯৯২ থেকে জুটমিলের শ্রমিক ভিখারী পাশোয়ান নিখোঁজ, তার কিনারা আজও হয়নি, মামলা হিমঘরে কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। ছাত্র, শ্রমিক নিখোঁজ হবে আর সরকার 'উন্নয়ন'-এর স্বপ্ন দেখাবে, এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া অপরাধ।

নাজীব আহমেদ নিখোঁজে অভিযোগ ছিল BJP'র ছাত্র সংগঠন ABVP'র নেতাদের বিরুদ্ধে। দিল্লী পুলিশ অনীহা দেখিয়েছিলো এফ.আই.আর নেওয়ার ক্ষেত্রে। শেষ ভরসা হিসাবে হতভাগ্য মা আঁকড়ে ধরেছিলেন সি.বি.আই কে, বিচার চেয়েছিলেন আদালতের কাছে। হেবিয়াস কর্পাস নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের দায়ের কথা বলে। জীবিত অথবা মৃত, নিখোঁজ নাগরিকের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করার আইনি দায়িত্বের কথা বলে। সি,বি.আই ক্লোজার রিপোর্ট দেওয়ার পার আদালত মেনে নিলে নাজীব অনস্তিত্ব হয়ে যাবে। কিন্তু নাজীবের মা এরপর কি করবে? কার কাছে যাবে ? আইন শেষ জবাব দিয়ে দিলে বিচার চাইবে কার কাছে? গণতন্ত্র রক্ষার্থে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া জরুরী।

সেই তাড়না থেকে ছাত্র নিখোঁজের ঘটনাটি নিয়ে এই সংকলন। তিনজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি তথ্য সহযোগে আলোচনা করেছেন। পাঠকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলি তুলবেন, চর্চা করবেন, সন্তানহারা মা'র পাশে থেকে ইনসাফের লড়াইয়ে অংশীদার হবেন আশা রেখে APDR, উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখার এই প্রকাশনা।

জেএনইউ'র ছাত্র নাজীব আহমেদ নিখোঁজের তদন্ত
না
'অপারেশন অল ক্লিয়ার'

আশিস গুপ্ত

[মানবাধিকার কর্মী - আহ্বায়ক, কোঅর্ডিনেশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস্ অর্গানাইজেশন]

হঠাৎই হারিয়ে গেলো নাজীব। ২৭ বছরের যুবক স্বপ্ন দেখতো ডাক্তার হবে। স্বপ্ন সফল করতে চেষ্টাও করেছিলো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির যোগ্যতা অর্জনের। কিন্তু পারেনি। হাল ছাড়েনি উত্তরপ্রদেশের বাদাউনের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান নাজীব আহমেদ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হয়েছিলো জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জে এন ইউ) এমএসসি বায়োটেকনোলোজিতে। নাজীবের মা ফাতিমা নাফিস একদিন বলছিলেন, 'জেএনইউ-তে পড়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলো সে বলেছিল, আম্মি এবার আর আমাদের সংসারে দুঃখ কষ্ট থাকবেনা। অনেক ভালো চাকরি পাবো আমি।' সেই নাজীব ছুটির পর জেএনইউ-তে আসার দু'দিনের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে গেলো ২০১৬'র ১৫ই অক্টোবর সকালে, জেএনইউ'র ছাত্রাবাস মাহি-মান্ডভী থেকে।

নাজীব আহমেদের নিখোঁজ হয়ে যাবার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিলো জেএনইউ সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৭'র ১লা জানুয়ারী আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে নাজীবের জন্য আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর লাঠি চালালো পুলিশ। নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো জনমানসে। নাজীবের হারিয়ে যাওয়া স্বেচ্ছায়, নাকি শক্তিপ্রয়োগে? আজ দু'বছর পরে, 'দেশের প্রধান তদন্তকারী সংস্থা' সিবিআই দিল্লী হাইকোর্ট থেকে মঞ্জুরি নিয়ে নিয়েছে ক্লোজার রিপোর্ট পেশ করার। অর্থাৎ, অনেক চেষ্টা করেও সংস্থা নাজীব আহমেদ কে খুঁজে বার করতে ব্যর্থ, তাই সিবিআই অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ করে দিতে চায়। হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধর এবং বিচারপতি বিনোদ গোয়েল'র বেঞ্চ সিবিআই'র বক্তব্য মেনে নিয়ে 'ক্লোজার রিপোর্ট' দাখিলের অনুমতি দেন। আর বাতিল করে দেন বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট্' গঠনের জন্য ফাতিমা নাফিসের আবেদন। কী রকম একটা নৈরাজ্যের জগতে বাস করছি আমরা। একজন কৃতী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে নিখোঁজ হয়ে গেলো, আর প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সেটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকল।

প্রথমে দিল্লী পুলিশ, ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং পরে সিবিআই ধাপে ধাপে পুরো তদন্ত একটা সুড়ঙ্গে নিয়ে ফেললো, যেখানে শুধুই অন্ধকার। আর ওই তদন্তকারী সংস্থাগুলি ও জেএনইউ'র মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল আছে। সবকটি সংস্থাই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। অর্থাৎ কোনো কিছু ধামাচাপা দিতে হ'লে ওই সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ে কোনও সমস্যা নেই। নাজীবের ক্ষেত্রে ধামাচাপা দেবার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিলো গোড়া থেকেই। নিখোঁজ হয়ে যাবার আগের দিন রাতে নাজীব লাঞ্ছিত হয়েছিলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী

পরিষদ (এবিভিপি)-র সদস্য ছাত্রদের কাছে। তাকে মারধোর করা হয়। অথচ, নাজীবের মা ফাতিমা নাফিস যখন বসন্তকুঞ্জ-নর্থ থানায় এফআইআর করতে যান তখন সেখানকার এসএইচও অর্থাৎ থানার চার্জে থাকা পুলিশ অফিসার পরামর্শ দেন, নাজীব কে কেন্দ্র করে ছাত্রাবাসে যে গোলমাল হয়েছিলো তা এফআইআর-এ উল্লেখ করার দরকার নেই। শুধু নিখোঁজ বলে এফআইআর করে দিন। আমরা (এসএইচও) দু'চার দিনের মধ্যে খুঁজে বের করবো। এফআইআর লেখা হলো সেই পরামর্শমতো। পরবর্তী সময়ে নাজীবকে নিয়ে যখন ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়েছে, তখন পুলিশ এবিভিপি'র সদস্য ৯জন ছাত্রকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। নাজীবকে শারীরিক লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষদর্শী অন্য ছাত্রদের বয়ানের ভিত্তিতেই শনাক্ত করা হয়েছিলো ওই ৯জনকে। মারধর করার সময় ওই ছাত্ররা নাজীবকে হুমকিও দিয়েছিলো দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার। তদন্তের শুরু থেকেই এইসব মারধর, হুমকি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থার কাছে।

পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা রাখতে না পেরে নাজীবের মা ছেলে নিখোঁজ হবার চল্লিশ দিন পর, ২৫শে নভেম্বর, ২০১৬-তে দিল্লী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তড়িঘড়ি দিল্লী পুলিশ নাজীবের সন্ধান দেবার জন্য পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা করার কথা ঘোষণা করে। ১৪ই ডিসেম্বর হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, গোটা জেএনইউ চত্বরে চিরুনি তল্লাশির জন্য। সেই নির্দেশ মেনে দিল্লী পুলিশ ৬০০ অফিসার ও কর্মী, স্নাইপার ডগ নিয়োগ করে তল্লাশি চালায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। একটা সময় পুলিশ দিল্লী হাইকোর্টের পরামর্শে (২২শে ডিসেম্বর, ২০১৬) চেয়েছিলো এবিভিপির ৯জন সদস্যকে পলিগ্রাফ টেস্ট করাতে। কিন্তু সন্দেহভাজন ছাত্ররা রাজি না হওয়ায় সেই টেস্ট করানো সম্ভব হয়নি পুলিশের পক্ষে। প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে, বসন্তকুঞ্জ-নর্থ থানার এসএইচও একটি প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের নিখোঁজ সংক্রান্ত এফআইআর-এ আগের দিন রাতে ঘটে যাওয়া শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনা উল্লেখ করতে না করলেন কেন? প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, এবিভিপি-র সদস্য ছাত্ররা পলিগ্রাফ টেস্ট দিতে এতো ভয় পেলেন কেন? দিল্লী পুলিশ 'ইচ্ছাকৃত' ব্যর্থতার মধ্যেও একটা কাজ করলো সাফল্যের সঙ্গে। ২৮শে জানুয়ারি, ২০১৭তে হাইকোর্টে নাজীব আহমেদের পরিবার অভিযোগ করে, ভোররাতে দিল্লী পুলিশ বাদাউনে তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালিয়েছে, হেনস্থা করেছে। দেশের রাজধানী শহর থেকে একটি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো, যার খোঁজে ১০০ দিন পরে দিল্লী পুলিশ তল্লাশি চালাতে গেলো নিখোঁজ যুবকেরই বাড়িতে। অথচ এই দিল্লী পুলিশ নাজীব নিখোঁজ হয়ে যাবার সাতমাস পরেও তাকে শারীরিক লাঞ্ছনা করার প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান লিপিবদ্ধ করেনি, ১৭ই মে, ২০১৭-তে এই অভিযোগ করেছিলেন ফাতিমা নাফিস।

সম্ভবত দিল্লী পুলিশের আচার-আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাইকোর্ট ১৬ই মে, ২০১৭-তে নাজীব আহমেদ নিখোঁজের তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-র হাতে তুলে দেয়। কিন্তু কোনও লাভ হল না। দিল্লী পুলিশের মতোই, সিবিআইও খুঁজে পেলোনা নাজীবের সন্ধান, খুঁজে পেলোনা ওই নিখোঁজের পেছনে কোনো অপরাধের সম্পর্ক।

২রা জুন, ২০১৭তে তদন্ত শুরু করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে সিবিআই 'অপহরণ ও গোপনে অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা' সম্পর্কিত ভারতীয় ফৌজদারি আইনবিধির ৩৬৫ ধারায় একটি এফআইআর লিপিবদ্ধ করে। ১৬ই মে দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৪ই নভেম্বর তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে হাইকোর্টকে সিবিআই জানালো ৯ জন সন্দেহভাজন ছাত্রের মোবাইল ফোন চন্ডিগড়ে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। আর প্রায় ৫ মাস পর, ২০১৮-র ২রা এপ্রিল দিল্লী হাইকোর্ট কঠোর ভর্ৎসনা করছে চন্ডিগড়ের ফরেনসিক ল্যাবোরেটরিকে মোবাইল ফোনগুলি পরীক্ষার ক্ষেত্রে গাফিলতির জন্য।

দিল্লী পুলিশ থেকে সিবিআই, এভাবেই নাজীব নিখোঁজের তদন্ত এগিয়েছে কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে এটাইতো হওয়ার ছিলো। দায়িত্ব নেবার প্রায় এক বছর পরে, ১১ই মে, ২০১৮তে সিবিআই হাইকোর্টকে জানালো, নাজীবের নিখোঁজের পেছনে কোনো অপরাধমূলক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের সন্দেহ অমূলক। অপহরণ বা হত্যা জাতীয় কোনো ঘটনার সূত্র পাওয়া যায়নি। ১২ই জুলাই, ২০১৮তে সিবিআই কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে আরও একটু এগিয়ে হাইকোর্টকে জানালো, আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি তদন্তের কাজ বন্ধ করে দেবার বিষয়টি। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৮ দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা একটি যুবকের সন্ধানে চরম অপদার্থতা প্রদর্শন করে তদন্ত প্রক্রিয়াকে কৃষ্ণ গহ্বরে তলিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলো। হাইকোর্টে সিবিআই জানিয়ে দিলো, তদন্তের কাজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। অর্থাৎ তারা আদালতে 'ক্লোজার' রিপোর্ট দাখিল করতে চায়। একদিন ছেলের সন্ধান পাবেন এই আশা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকা ফাতিমা নাফিস হাহাকার করে উঠেছিলেন। আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতের কাছে তার কাতর আবেদন ছিলো, অন্তত আর একটিবার চেষ্টা করা হোক নাজীবের সন্ধানে, হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে গঠন করা হোক বিশেষ তদন্তকারী দল। সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি দুই বিচারপতির বেঞ্চ। নিখোঁজের দুবছর পূর্ণ হবার ঠিক সাতদিন আগে দিল্লী হাইকোর্ট সিবিআই'র সিদ্ধান্তে মোহর লাগিয়ে ফাতিমা নাফিসের সব আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলে, নিম্ন আদালতে সিবিআই যখন ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেবে তখন সেখানে আপনাদের দাবিগুলো জানাতে পারেন।

১৫ই অক্টোবর নিম্ন আদালতে ক্লোজার রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই, আগামী ২৯শে নভেম্বর, ২০১৮ শুনানি হবে সেখানে। আসলে রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসন বা তদন্তকারী সংস্থাগুলির স্বাধীন স্বত্ত্বা বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই এদেশে। কোনোদিন ছিলো কিনা সেটা নিয়েও তর্ক করা যেতে পারে বহু সময় ধরে। যদিও নাজীব রাজনীতি সম্পর্কে কি ভাবতো আমি জানিনা, কিন্তু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তার ছিলোনা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে। তবু তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা একটা রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবেই দেখতে হবে দেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে। যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর আক্রমণ প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাসকদলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে নৃসংশভাবে খুন হতে হচ্ছে দলিত, আদিবাসীদের। এসবের জন্য কতজন সাজা পেয়েছে বা পাচ্ছে? এই রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাজীবকে খুঁজে বের করা নয়, সরকার তার দায়িত্ব পালন করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিয়ে। জেএনইউ প্রশাসন, দিল্লী পুলিশ, সিবিআই তিনটি সংস্থাই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। কেউ নাজীবকে খুঁজে বের করতে নিজেদের দায়-দায়িত্ব পালন করেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটি ছাত্রের মা কে উপাচার্য জগদেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে দিনের পর দিন প্রশাসনিক ভবনের সিঁড়িতে ধর্ণা দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়মুক্ত করতে নিখোঁজের একমাস পরে দিল্লী পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) রবীন্দ্র যাদব বলেন, '*আমরা একজন অটো চালককে পেয়েছি, যে জানিয়েছে ১৫ই অক্টোবর নাজীব জেএনইউ'র গেট থেকে তার অটো নিয়েছিলো জাকিরনগর যাবে বলে। কিন্তু জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সে অটো থেকে নেমে যায়*'। ব্যাস, দায়িত্ব শেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের। পুলিশের সাহায্যে নাজীবকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে আসা গেছে! তাহলে আমাদেরতো আর কোনো দায়িত্ব নেই। ১৪ ও ১৫ই অক্টবরের মধ্যবর্তী রাতে এবিভিপি'র সদস্যদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলো নাজীব। রাত দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে মাকে ফোন করে পুরো ঘটনা না বললেও, এটা বলেছিলো নাজীব 'আমার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে।' আর এই ঘটনা এফআইআর লেখার সময় পুলিশ অফিসার নাজীবের মাকে উল্লেখ করতে না করল। কাকে বাঁচাতে? এ প্রশ্নের উত্তর যাতে বেরিয়ে না পরে পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়াকে সেদিকেই নিয়ে গেছে। কারণটা রাজনৈতিক। নাজীব নিখোঁজের প্রশ্নে বার বার উঠে এসেছিলো এবিভিপি'র ৯জন সদস্যের নাম। কিন্তু পুলিশ তাদের সেভাবে কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করলোনা। কারণ দেশের প্রধান শাসকদল বিজেপির ছাত্র সংগঠনের সদস্য তারা। অথচ, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই মিথ্যা অভিযোগে দিল্লী পুলিশ জেলে পাঠিয়েছিল কানহাইয়া কুমার, ওমর খালিদ, অনির্বানের মতো ছাত্র নেতাদের। নাজীবের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের ভয় ছিলো কেচোঁ খুঁজতে সাপ না বেরিয়ে পরে! আর সেরকম কিছু হলে আর একবার নাক কাটা যেতো বিজেপির, তাই নাজীব নিখোঁজের তদন্তের নাম বোধহয় দেওয়া হলো 'অপারেশন অল ক্লিয়ার'।

সিবিআই সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ওরা নিজেরাই নিজেদের উলঙ্গ করে দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন-দুর্নীতির অভিযোগ থেকে কেন্দ্রীয় শাসকদলের নেতাদের মুক্ত করে সিবিআইতে প্রমোশন পান পুলিশ অফিসাররা। দিল্লীর ক্ষমতায় যে যখন, তারই বশংবদ ওরা। তাই হয়তো নাজীব নিখোঁজ তদন্তে বেশি দাপাদাপি ঝাপাঝাপি না করে দায়িত্ব পাওয়ার এক বছরের মধ্যেই 'ক্লোজার রিপোর্ট' পেশ আদালতে। এই দেশটাকেই তো বলে 'অতুলনীয় ভারত', আর ইংরেজিতে 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'। লেখাটা শেষ করছি নাজীবের মা ফাতিমা নাফিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে, এই অতুলনীয় ভারতের রূপকার যারা তাদের সমূলে উৎখাত করার লড়াইটাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করতে না পারার জন্য।

জনৈক নাজীব আহমেদ ও ভারতীয় গনতন্ত্রের কিস্‌সা

সুমন কল্যাণ মৌলিক

[অধিকার আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী - আসানসোল সিভিল রাইটস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য]

নাজীব আহমেদ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিক। বায়ো টেকনোলজির এই মেধাবী ছাত্র আজ দু'বছর নিখোঁজ। নাজীব কোনো 'দিকশূন্যপুর'-এর বাসিন্দা ছিলেন না। রাজধানী দিল্লীতে অবস্থিত দেশের অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয়ের (জে.এন.ইউ) মাহি-মান্ডভি হোস্টেল থেকে ২০১৬'র ১৫ই অক্টোবর তিনি নিখোঁজ হন। দেশের প্রমুখ তদন্ত সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন-এর আর্জি মেনে দিল্লী হাইকোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চ (বিচারপতি এস.মুরলীধর ও বিজয় গোয়েল) নাজীব অন্তর্ধান মামলার ফাইল বন্ধ করার অনুমতি দিলেন। এমনকি তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট পেতে গেলে নাজীবের পরিবারকে ট্রায়াল কোর্টে যেতে হবে। সোজা ভাষায় এর অর্থ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে অহরহ বিজ্ঞাপিত এদেশের আইনি ব্যবস্থার আর কোনো দায় রইল না গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নিজের সন্তানকে খুঁজে বার করার।

আমরা নাজীব অন্তর্ধান মামলার এই পরিণতির সঙ্গে সহমত নই কারণ সি.বি. আই-এর তদন্ত প্রক্রিয়া, ঘটনার প্রেক্ষাপট, তদন্ত চলাকালীন বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া আমাদের সন্দিহান করে তুলেছে। সেই সন্দেহের কারণগুলি আগে উল্লেখ করা দরকার।

প্রথমত : নাজীব যেদিন নিখোঁজ হন তার আগের দিন হোস্টেলে বি.জে.পি'র ছাত্র সংগঠন অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ-এর চারজন ছাত্রের সঙ্গে তার বচসা ও হাতাহাতি হয়। এ.বি.ভি.পি ও প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই ঝামেলার কথা অস্বীকার করে। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্র আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে। চিফ প্রক্টর এ.পি.ডিমরির নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত। সেই রিপোর্টে স্পষ্ট ভাষায় ঘটনার জন্য বিক্রান্ত কুমার, অংকিত রায়, সুনীল সিং ও বিজেন্দর ঠাকুর নামে চার ছাত্রকে দায়ী করা হয়। কিন্তু হোস্টেল পরিবর্তন ছাড়া কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষ থেকে অভিযুক্ত চার ছাত্রের বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে ডিমরি পদত্যাগ করেন।

দ্বিতীয়ত : নাজীবের মা নাফিসা বেগম বিভিন্ন সময়ে পুলিশ ও সি.বি.আই-এর ভূমিকা সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি করেছিলেন তার সারবত্তা আছে। নাফিসার বক্তব্য ছিল তিনি যখন প্রথমে তার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে দিল্লীর বসন্তকুঞ্জ পুলিশ স্টেশনে F.I.R দায়ের করতে যান তখন সেখানে উপস্থিত ডিউটি অফিসার বলেন বয়ানে কোনও অভিযুক্তের নাম না লিখতে, তাহলে দ্রুত তার ছেলেকে খুঁজে দেওয়া পুলিশের পক্ষে সম্ভব হবে। নাফিসার আরও অভিযোগ যে যখনই তিনি পুলিশের বা তদন্ত প্রক্রিয়ার

নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করার প্রস্তুতি নেন তখনই বলা হয় নাজীবকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে কোনো নতুন সূত্র পাওয়া গেছে। সকলের হয়তো মনে পরবে যে নাফিসা অনেকদিন আগে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে পুলিশ তাকে জানিয়েছে ঘটনার রাতে একটি অটো রিকশা করে নাজীব জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নেমেছে। এমনকি এই অভিযোগও উঠেছে যে নাজীবের সঙ্গে হাতাহাতির ব্যাপারে যে চার ছাত্রের নাম উঠেছে, পুলিশ এখনও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ২৫শে নভেম্বর ২০১৬ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে নাজীবের মা প্রথম দিল্লী হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন।

তৃতীয়ত : তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রথমে দিল্লী পুলিশ ও পরে সিবিআই যে ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থাকছে। বিভিন্ন সময়ে তদন্তকারী সংস্থাগুলি থেকে যে সমস্ত খবর প্রচার মাধ্যমে বেরিয়েছে তাতে নানান ধরনের সূত্র ও সম্ভাবনার কথা বলা হলেও তা কখনও নির্দিষ্ট অ্যাকশনে রূপান্তরিত হয়নি। নাজীব সম্পর্কে কোনও তথ্য জানানোর ইনাম এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে ১৯শে নভেম্বর ২০১৬ জে এন ইউ ক্যাম্পাসে স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি করা হয়েছে; কিন্তু ততদিনে দুমাস কেটে গেছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি বদায়ুতে খানা তল্লাশির নামে নাজীবের আত্মীয় পরিজনকে হেনস্থা করেছে - এমন অভিযোগও উঠছে। সিবিআই তার রাজনৈতিক প্রভুদের মর্জিমতো তদন্ত প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, এ অভিযোগ নতুন নয়।

চতুর্থত : তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন একটা খবর সুকৌশলে প্রচার করা হয় যে নাজীব ইসলামিক জেহাদি সংগঠন আইসিস (ISIS) এর সদস্যপদ গ্রহণ করে সিরিয়া চলে গেছে। জনৈক যশোবন্ত সিং নিজেকে বিজেপি সমর্থক পরিচয় দিয়ে প্রথম এই 'চমকপ্রদ' খবরটি টুইট করেন। পরে বিজেপি'র সর্বভারতীয় সম্পাদক রাম মাধব ও সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত 'খবর'টি রিটুইট করেন। খবরের সঙ্গে ছিল জে.এন.ইউ-এর বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ও সমাজকর্মীদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ বিষোদ্গার কারণ নাজীবকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে তারা প্রথম থেকে আন্দোলন করছিলেন। পরবর্তীতে সংবাদটি ভুয়ো প্রমাণিত হয়। কিন্তু তার আগেই সংঘ ঘনিষ্ঠ টি-ভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্যে ভুয়ো খবরটি কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে প্রচারিত হয়। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা খবরটি প্রচার করেছিল তা আজও জানা যায়নি। ভুয়ো খবরে তার পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে, তাই নাজীবের মা বেশ কিছু টি.ভি. চ্যানেল, একটি ইংরেজি সংবাদপত্র ও এবিভিপি-র নেতা সৌরভ শর্মার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। কিন্তু রহস্যময়ভাবে পাতিয়ালা হাউস কোর্ট থেকে সেই মামলার নথিপত্র হারিয়ে যায়।

পঞ্চমত: নাজীব অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপটে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে তাও উদ্বেগের একটা বড় কারণ। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ পরিবার তথা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মতাদর্শগত আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। শুধু মতাদর্শগত আক্রমণ বলা ভুল হবে, প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বারংবার লেঠেল বাহিনীর দ্বারা শারীরিক আক্রমণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেশপ্রেমের প্রতীক হিসাবে ক্যাম্পাসে সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক বসানোর প্রস্তাব দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ-কে তীব্র করতে 'ইসলামিক টেররিসম' নামে এক নতুন কোর্স খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদ বিতর্ক আজও জীবন্ত। কিন্তু আক্রমণই শেষ কথা নয়। এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ আজ সারা দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে অনুপ্রেরণা। তাই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেধাবী ছাত্রের মারপিটের পর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে চক্রান্ত থাকতেই পারে।

এই উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য আমরা দাবি করছি নাজীব অন্তর্ধান রহস্য মামলার ফাইল পুনরায় খোলার জন্য। হাইকোর্টের রায় হতাশজনক কিন্তু তাতে সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। ১৫ই অক্টোবর, ২০১৮ দিল্লীর রাজপথে ছাত্র ও সমাজকর্মীদের দৃপ্ত মিছিল প্রমাণ করল নাজীবের জন্য ন্যায়বিচার চাওয়ার আন্দোলন থামবে না। শুধু একটা কথা যুক্ত করতে চাই, দীর্ঘদিন ধরে এদেশে গণ আন্দোলনের মধ্যে একটা কামরা বিন্যাস হয়ে আছে। এখানে শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে শ্রমিক সংগঠন কথা বলবে, কৃষকের সমস্যায় পথে নামবে কৃষকদের সংগঠন। কিন্তু আজ যখন আক্রমণ সর্বব্যাপ্ত, তখন প্রতিরোধ লড়াইতে জোট বাঁধতে হবে সবাইকে। ছাত্রদের ব্যারিকেড লড়াইতে যেমন ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবি ধ্বনিত হবে তেমনি শ্রমিক আন্দোলনের রক্ত নিশানে লেখা থাকবে কালা কানুন UAPA প্রত্যাহারের কথা। সেই ভাবনাতেই নাজীবের জন্য ন্যায়ের দাবি হয়ে উঠুক সবার দাবি। অধিকার বুঝে নেবার লড়াইতে আমাদের জিততেই হবে কারণ রোহিত ভেমুলা, জুনেইদ বা নাজীবের মায়েরা আজও অশ্রুসজল চোখে ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে।

নাজীব আহমেদের বলপূর্বক নিখোঁজ ও ইনসাফের মৃত্যু

সুজাত ভদ্র
[মানবাধিকার কর্মী - এ.পি.ডি.আর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য]

১৯৭৮ সাল। আর্জেন্টিনায় বিশ্বকাপের আয়োজন চলছে। তখনও সামরিক শাসনের দমনপীড়নের ক্ষত বহন করছে দেশের অত্যাচারিত মানুষেরা। হাজার হাজার "বলপূর্বক নিখোঁজের" সন্ধানে মা-বাবারা রাস্তায়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ভিদেলা যিনি মানুষকে নিখোঁজ করে দিতে ওস্তাদ ছিলেন, তাকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক ঝাঁক বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন আর্জেন্টিনায় "বলপূর্বক নিখোঁজের" সর্বশেষ অবস্থা জানতে। হাত উলটে হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন

> The disappeared do not exist, they are not alive nor dead; they simply do not exist.

ব্যক্তি হিসাবে হারিয়ে গেল, ভ্যানিশ/হাওয়া হয়ে গেল, তার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না, পরিবারের সাথেও নেই, সমাজেও নেই। ব্যক্তি সত্ত্বাটিই নিখোঁজ। সত্তর দশক থেকে ভারতবর্ষ একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে বা যাচ্ছে বারবার। যেমন সরোজ দত্ত; যেমন ভিখারি পাসোয়ান। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস.সি বায়োটেকনোলজিতে সদ্য ভর্তি হওয়া নাজীব আহমেদ ২০১৬ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে "নিখোঁজ" হওয়া এমনই এক ছাত্র তথা যুবক তথা ভারতীয় নাগরিক।

নাজীবের মা ফতিমা নাফিস কর্তৃক দায়ের করা ২০১৬ সালের ২৮শে নভেম্বর দিল্লী হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস [জীবিত বা মৃত অবস্থায় ব্যক্তিকে হাজির করা] মামলায় শুনানী চলাকালীন বিচারপতিদ্বয় ডি.এস.সিসটানটি এবং বিনোদ গোয়েলের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য; সি.বি.আই-এর তদন্তের অনগ্রসারতা, ঢিলেমিকে ভর্ৎসনা করে তাঁরা বললেন :

> This is the heart of India. No one can just disappear from here. It creates a sense of insecurity among people. If he disappeared, then there is something more to that… All angles should be explored. 45 days is a long period for someone to be underground. [সূত্র: The Hindu, 29.11.2016]

৮ই অক্টোবর, ২০১৮। দিল্লী হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ – বিচারপতি মুরলীধর ও বিনোদ গোয়েল - সি.বি.আই-এর নাজীবের "নিখোঁজ" সংক্রান্ত তদন্তের যবনিকা টানা রিপোর্ট গ্রহণ করলেন এবং আবেদনকারী মা'কে বললেন, যা কিছু বলার নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কক্ষে গিয়ে এবার বলতে। [সূত্র: *The Telegraph, 9-Oct-2018*] অর্থাৎ বড়জোর তার মা নারাজী পিটিশন দিয়ে পুনরায় তদন্তের দাবী জানাতে পারেন, এবং যার ফলাফল পূর্বনির্ধারিত : বৃহৎ শূন্য।

অক্টোবর ১৫, ২০১৬ থেকে অক্টোবর ৮, ২০১৮ –এই গোটা দু'বছরের মধ্যে বদাউনের ভৌদনটোলার বাসিন্দা নাজীবের পরিবার, সাহসিনী মা'র ইনসাফের সংগ্রাম, নানাস্তরের মানুষ, সংগঠনের প্রতিবাদ সবকিছু হওয়া সত্ত্বেও সদ্যপ্রয়াত পাকিস্তানের মানবাধিকার তথা নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক আসমা জাহাঙ্গীরের একটি পর্যবেক্ষণকে পুনরায় সঠিক ও নির্ভুল বলে প্রমাণ করে: ভারত উপমহাদেশে ন্যায়বিচার বস্তুটি এক বিরল পদার্থ ("rare commodity")।

ঘটনাপ্রবাহের দিকে এক ঝলক যদি চোখ বুলিয়ে নিই তাহলেই দেখতে পাবো ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, দ্রুত তদন্ত পাওয়াটাই কত কঠিন হয়ে উঠেছিল নাজীব পরিবারের কাছে।

ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ তো দুটো :

প্রথম প্রক্রিয়া: বিচারের দোরগোড়ায় পৌঁছানো – *access to justice*। নাজীবের পরিবার পৌঁছোলেন। মানবাধিকার আইনজীবী কলিন গঞ্জালভেস মা'র হয়ে সওয়াল করলেন দিল্লী হাইকোর্টে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া: বিচারের সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ রীতি পদ্ধতি মেনে ন্যায়বিচার অর্জন করা – আইনী পরিভাষায় *administration of justice*। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ "আইন আইনের পথে চলবে" – এই অতিকথিত আপ্তবাক্য কতদূর মিথ্যা অসংখ্য ঘটনার মতো নাজীবের ঘটনাও আরও একবার প্রমাণ করল।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল যখন নাজীবের হোস্টেল মহী মান্দভিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কয়েকজন ছাত্র নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রচার করতে আসে। কোন এক ঘটনার সূত্র ধরে নাজীবের ঘরের সামনে তাদের বচসা হয়। নাজীবকে এবিভিপি-র বিক্রান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা মারতে শুরু করে ও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হেতু নাজীবকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের গাল দিতে শুরু করে; মুসলিম যুবক মাত্র 'ধর্ষক' – এই ইঙ্গিত দিয়ে তারা বলে, "তোর কাছে ৭২ জন কুমারী মেয়েকে পাঠিয়ে দেব" ইত্যাদি। নাজীবের প্রতিবাদ ও তাতে আরও প্রহার; নাজীবের হাতে হিন্দুদের মঙ্গলসুতো বেঁধে দেওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ। রক্তাক্ত নাজীবকে অন্যান্যরা নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

১৫ই অক্টোবর : ২৭ বছর বয়সী নাজীব হোস্টেলের ঘরে মোবাইল ফোন, টাকা পয়সার ব্যাগ রেখে নাকি বেরিয়ে যায়! সেই যে সে চলে গেল, তারপর আজ পর্যন্ত কোনো

হদিশ নেই। ফিরছেনা দেখে, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র ইউনিয়ন অ্যালার্ম বাজাল।

১৬ই অক্টোবর : উত্তর বসন্তকুঞ্জ পুলিশ স্টেশনে 'নিখোঁজ' সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হল। এবং সন্ধান দিতে পারলে ৫০০০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হল।
২০শে অক্টোবর: দিল্লীর দক্ষিণ জেলা পুলিশ তদন্তের জন্য 'বিশেষ তদন্ত টীম' (SIT) ঘোষণা করল। SIT কিছুই করতে পারল না।

১৭ই নভেম্বর : ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্তের দায়িত্ব নিল। আশানুরূপ কিছুই ফল পাওয়া গেল না।

২৮শে নভেম্বর : নাজীবের মা সি.বি.আই তদন্তের দাবিতে দিল্লী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। সি.বি.আই -এর হাতে তদন্ত দেওয়া হল। সংবাদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ধার্য্য হল। সি.বি.আই তার অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদনে জানায়, পুলিশ একজন অটো-রিক্সাচালককে দিয়ে মিথ্যা বয়ান করিয়েছে। সে নাকি নাজীবকে ১৫ই অক্টোবর জে.এন.ইউ ক্যাম্পাস থেকে নিয়ে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে নামিয়ে দেয়। নাম নাজীব আহমেদ। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারের মুখ, একাধিক জাতীয় চ্যানেল বলতে শুরু করল, নাজীব নাকি ISIS-এ যোগ দিতে সিরিয়া পাড়ি দিয়েছে। নিরপেক্ষ তদন্তের বাতাবরণই বিষিয়ে দেওয়া হল। পক্ষপাতদুষ্ট সাম্প্রদায়িক পুলিশ এও বলতে শুরু করল, ২০১২ থেকেই নাকি নাজীবের "মাথার গন্ডগোল"। অতএব নিজেই 'পাগল' হয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেছে।
সেটা আদালতে তীব্রভাবে প্রত্যাখাত হওয়াতে পুলিশী তদন্ত দাঁড়িয়ে গেল। দিল্লী হাইকোর্ট বিস্ময়ের সঙ্গে পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেন F.I.R. হওয়ার ১১ দিন পরে সন্দেহভাজনদের জেরা করা হয়েছিল? সাথে সাথে কেন করা হলো না?" পুলিশ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি।

জেএনইউ-এর সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন, অধ্যাপকদের সংগঠনের মিলিত প্রতিবাদ বাধ্য করেছিল জে.এন.ইউ প্রশাসককে প্রক্টরকে দিয়ে তদন্ত করার। ১৪ই অক্টোবরের ঘটনা নিয়ে তৎকালীন চিফ প্রক্টর এ.পি. ডিমরি চারজন এবিভিপি সদস্য - বিক্রান্ত কুমার, অংকিত রায়, সুশীল সিং এবং বিজেন্দর ঠাকুর-কে নাজীবকে প্রহার করার জন্য দায়ী করেন।

যে জেএনইউ প্রশাসন ঘটনার পরপরই প্রায় বিনা তদন্তে নাজীব-কে বহিষ্কার করেছিল, সেই প্রশাসন ডিমরি-র প্রতিবেদনে দোষী সাব্যস্তকে অন্য হোস্টেল-এ পাঠিয়ে দিলো সাময়িকভাবে। প্রতিবাদে অধ্যাপক ডিমরি চিফ প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

উপযুক্ত ঘটনাপ্রবাহ সংশয়াতীতভাবে দেখাচ্ছে যে, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াটিই নাজীবের ক্ষেত্রে বারেবারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অপরাধীকে আড়াল, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ, 'জঙ্গি' ইত্যাদি স্টিরিওটাইপ হাতিয়ারগুলো, পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষ ও মিডিয়ার একাংশ আরো ভয়ানকভাবে মাকে ন্যায়বিচার পেতে বাধা দিয়েছে।

ভারতের আইনি এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই ইনসাফ পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাজীবের মা নাজীবকে নিয়ে কুৎসামূলক নেতিবাচক মতামত গড়ে তোলার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন কয়েকটি জাতীয় টিভি চ্যানেল, একটি সর্বভারতীয় ইংলিশ সংবাদপত্র ও এবিভিপি-এর সংগঠক সৌরভ কুমারের বিরুদ্ধে। ২০১৮ সেপ্টেম্বর মাসে পাতিয়ালা হাউস-এ মামলাটি উঠতে দেখা গেলো যে, মামলাটির ফাইলটিই উধাও!!

নাজীবের মা

নাজীব নিখোঁজ; মানহানির মামলায় কাগজপত্র উধাও। তারপর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেবার মতন ঘটনা ঘটলো ২০১৮ অক্টোবরের ৮ তারিখে, যখন সি বি আই তদন্তের যবনিকা টেনে দিলো ও দিল্লী হাইকোর্ট তা মেনে নিলেন। হাইকোর্ট খারিজ করে দিলেন ২০১৬ সালের MINNESTOT প্রোটোকল-এর ঘোষণাগুলোকে। রাষ্ট্রসংঘ ২০১৬ সালে এই সংশোধিত প্রটোকলের মাধ্যমে অস্বাভাবিক মৃত্যু (এবং সম্ভাব্য বলপূর্বক নিখোঁজ-এর ঘটনার) নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তিনটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে: দোষীদের আইনি অব্যাহতির সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করা, অপরাধের দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা; এই জাতীয় হত্যা বা নিখোঁজের ঘটনার সুষ্ঠু, কার্যকর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের চরিত্র নিশ্চিত করা এবং সেই তদন্ত পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে হতে হবে; তা নিশ্চিত করা।

সংশোধিত এই প্রটোকলের [যার পোশাকি নাম: The MINNESTOT protocol on the investigation of potentially unnatural death (2016)] মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন হাইকমিশনার ফর হিউমান রাইটস, জাইদ রাদ আল হোসেন বলেছিলেন, সন্দেহজনক অস্বাবাভিক মৃত্যু অথবা বলপূর্বক নিখোঁজের ঘটনায় (যে দুটো জীবনের অধিকারের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রায়শই এই অধিকারকে সর্বোচ্চ মানবাধিকার বলা হয়)

> prompt, impartial and effective investigation is key to ensuing that a culture of accountability – rather than impunity … prevails.

এই প্রটোকলের অনুচ্ছেদ ১২ সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে: সম্ভাব্য বলপূর্বক নিখোঁজের ঘটনায় আক্রান্ত (Victim)-এর পরিবারের ন্যূনতম কিছু তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে রাষ্ট্রের কাছ থেকে : কে বা কারা নিখোঁজের জন্য দায়ী? কীভাবে নিখোঁজ হলো; কোথায় রাখা হয়েছে যোগাযোগবিহীনভাবে (incommunicado), অন্য কোথাও চালান/পাচার করে দেওয়া হয়েছে কিনা, সর্বশেষ অবস্থা কী? অনুচ্ছেদ বলছে :

> Determining the final whereabouts of the disappeared person is fundamental to easing anxieties and suffering of family members, caused by the uncertainty as to this fate of disappeared relative. A violation is ongoing as long as the fate and whereabouts of this disappeared is not determined.

যন্ত্রণাবিদ্ধ নাজীবের মা দুবছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও আজও বিচারের আশায় লড়াই চালাচ্ছেন।

নাজীবের মা'র আইনজীবী হাইকোর্টে আবেদন করলেন আলোচ্য প্রটোকলের অনুচ্ছেদ ৩২ অনুসারে সি.বি.আই -এর তদন্ত রিপোর্টের বিস্তারিত তথ্যগুলো পাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। আদালত কেস ডায়েরি দেখানো যায়না বলে খারিজ করলেন এই আবেদন [*The Telegraph, 9.10.2018*]।

বলপূর্বক নিখোঁজ/সম্ভাব্য বলপূর্বক নিখোঁজের একটি ঘটনা হলো নাজীব আহমেদের। আদালত এই সংক্রান্ত দুটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও প্রটোকলকে - ১৯৯৮ সালে বলপূর্বক নিখোঁজ সংক্রান্ত কনভেনশন এবং ২০১৬ সালের সংশোধিত আলোচ্য প্রটোকলটি - নস্যাৎ করলেন, নাজীবের মার মৌলিক অধিকার - সত্য তথ্য জানার অধিকার-কে ক্ষুন্ন করলেন। আশার কথা, নাজীবের মা দমে যাননি। রোহিত ভেমুলা, জুনাঈদের মা ও পরিবারকে ডাক দিয়েছেন সকলে মিলে প্রত্যেকটি ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার :

> I will tell those mothers whose children going missing, who are facing police encounters and being killed, come hand with me. I will become their strength and they will become mine. [*The Telegraph, 9.10.2018*]

[ঋণ স্বীকার: HRLN, পার্থ দত্ত, কোয়েল সাহা]

#BringBackNajeeb #JusticeForNajeeb

2 Weeks Of Police Inaction In Najeeb Case: Prime Suspects Not Questioned, Their Call Records Not Examined, Search Ops In JNU Green Areas Not Done, JNU Vehicle Entry Record & Metro Footage Not Examined.....

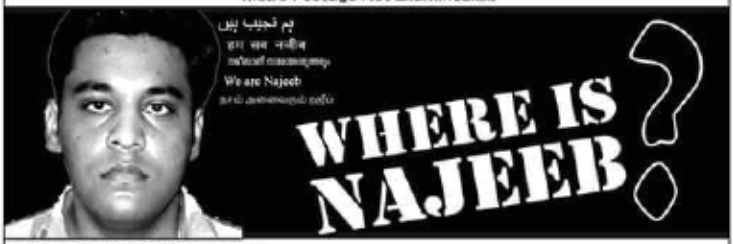

DELHI POLICE MUST ANSWER

WHY NO STEP TO INVESTIGATE THE ASSAULTERS OF NAJEEB mentioned in the complaints of the eye-witnesses?

WHY ARE THEY NOT BEING INTERROGATED and THEIR CALL RECORDS EXAMINED?

WHY IS THIS VITAL LINE OF INVESTIGATION BEING SIDE-STEPPED when it is well-known that Najeeb has been untraceable after he was publicly and repeatedly beaten up and threatened by a group of students affiliated to the ABVP?

WHY NO STEP TO INVESTIGATE THE ROLE OF THE JNU ADMINISTRATION which is continuously trying to hide the decisions of Wardens' Committee meeting of 16 Oct that took cognisance of the brutal assault on Najeeb on 14th night and decided to act?

WHY NO SEARCH AND INVESTIGATION in the vast green cover of JNU?

WHY ARE JNU VEHICLE ENTRY RECORD & METRO FOOTAGE Not Being Examined?

WHAT ARE THE TERMS OF REFERENCES OF SIT? WHAT IS THE PROGRESS OF THE ENQUIRY?

28 October (Friday)
Assemble at Ganga Dhaba
at 1.00pm

JOIN PROTEST DEMO at POLICE HEADQUARTERS

JNUSU

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ.পি.ডি.আর) - উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখার পক্ষ থেকে রাংতা মুন্সী (9836110135) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।